ছেলেদের ছাড়িয়ে মেয়েরা

এম এইচ রবিন

৭ মে ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ৭ মে ২০১৯ ০০:৫২

চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় মোট পাস ও জিপিএ-৫ উভয় ক্ষেত্রে ছাত্রদের ছাড়িয়ে গেছে ছাত্রীরা। গত বছর মেয়েরা পাসের হারে এগিয়ে থাকলেও জিপিএ ৫-এ পিছিয়ে ছিল। এবার দুই সূচকেই ছেলেদের ছাড়িয়ে গেছে তারা। এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮২ দশমিক ২০ শতাংশ। গত বছর ছিল ৭৭ দশমিক ৭৭ শতাংশ। পাসের হার বেড়েছে ৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৫ হাজার ৫৯৪। গত বছর ছিল ১ লাখ ১০ হাজার ৬২৯। পরীক্ষায় অংশ নেয় ২১ লাখ ২৭ হাজার ৮১৫ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছে ১৭ লাখ ৪৯ হাজার ১৬৫। গত ২ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা শুরু হয়ে শেষ হয় ১০ মার্চ। গতকাল সোমবার মাধ্যমিকের এ ফল প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি। রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে ফলের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন তিনি। এ সময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আলমগীরসহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞানে জিপিএ ৫-এর হিড়িক, মানবিকে বিপর্যয় : বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫ লাখ ৪১ হাজার ৩২৩ পরীক্ষার্থী। পাস করেছে ৫ লাখ ১২ হাজার ৭১৫ পরীক্ষার্থী । পাসের হার ৯৪.৭২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯১ হাজার ৩৩ পরীক্ষার্থী। মানবিক বিভাগ থেকে পরীক্ষা দিয়েছিল ৭ লাখ ৭১ হাজার ১৯ পরীক্ষার্থী । পাস করেছে ৫ লাখ ৭২ হাজার ৯৯২ পরীক্ষার্থী । পাসের হার ৭৪.৩২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৪৩৬ পরীক্ষার্থী। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে পরীক্ষা দিয়েছে ৩ লাখ ৮২ হাজার ৩১০ পরীক্ষার্থী । পাস করেছে ৩ লাখ ১৭ হাজার ৪৫০ পরীক্ষার্থী । পাসের হার ৮৩.০৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হজার ৮৭ পরীক্ষার্থী । শতভাগ পাস ২৫৮৩ স্কুলে : সারাদেশে ২ হাজার ৫৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। গত বছর এ পরীক্ষায় ১ হাজার ৫৭৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছিল। এ হিসাবে এবার শতভাগ পাসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়েছে ১ হাজার ৯টি। এবার ২৮ হাজার ৬৭৩টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছিল। এবার ঢাকা বোর্ডে ১৪৬, রাজশাহী বোর্ডে ৪৩১, কুমিল্লা বোর্ডে ১৩২,

দিনাজপুর বোর্ডে ১৩৮, সিলেট বোর্ডে ২২টি, যশোর বোর্ডে ২৭৫, বরিশাল বোর্ডে ৫০ এবং চট্টগ্রাম বোর্ডের ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষার্থী পাস করেছে। এ ছাড়া মাদ্রাসা বোর্ডের ১ হাজার ২৬৩ এবং কারিগরি বোর্ডের ৯৬ প্রতিষ্ঠানের সবাই পাস করেছে। ২০১৭ সালে ২ হাজার ২৬৬, ২০১৬ সালে ৪ হাজার ৭৩৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছিল। ২০১৫ সালে ৫ হাজার ৯৫ এবং ২০১৪ সালে ৬ হাজার ২১০ প্রতিষ্ঠানের সবাই উত্তীর্ণ হয়েছিল মাধ্যমিকে। এক পরীক্ষার্থীও পাস করেনি ১০৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে : এ বছর দেশের ১০৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। এ পরীক্ষায় গত বছর ১০৯ প্রতিষ্ঠানের সব পরীক্ষার্থী ফেল করেছিল। এবার বরিশাল বোর্ডের দুটি এবং দিনাজপুর, রাজশাহী ও যশোর বোর্ডের একটি করে প্রতিষ্ঠানের এক পরীক্ষার্থীও পাস করেনি। মাদ্রাসা বোর্ডের ৫৯ ও কারিগরি বোর্ডের ৪৩ প্রতিষ্ঠানের কোনো পরীক্ষার্থী পাস করতে পারেনি। তবে ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বোর্ডে এবার এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। এসএসসিতে ২০১৭ সালে ৯৩, ২০১৬ সালে ৫৩, ২০১৫ সালে ৪৭ এবং ২০১৪ সালে ২৪টি প্রতিষ্ঠানে এক পরীক্ষার্থীও পাস করেনি। ছেলেদের পেছনে ফেলেছে মেয়েরা : এসএসসিতে এবার পাসের হার এবং জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে ছাত্রদের পেছনে ফেলেছে ছাত্রীরা। গতবার পাসের হারের দিক থেকে ছাত্রীরা এগিয়ে থাকলেও বেশিসংখ্যক ছাত্র জিপিএ-৫ পেয়েছিল। এবার এ দুই সূচকই দখলে নিয়ে নিয়েছে ছাত্রীরা। আট বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে এবার ১৬ লাখ ৯৪ হাজার ৬৫২ পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। তাদের মধ্যে ৮ লাখ ২০ হাজার ৯৮০ ছাত্র এবং ৮ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭২ ছাত্রী। এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৬ লাখ ৭৩ হাজার ২৬২ ছাত্র এবং ৭ লাখ ২৯ হাজার ৮৯৫ ছাত্রী পাস করেছে। এ হিসাবে ছাত্রীদের পাসের হার ৮৮.৮০ শতাংশ এবং ছাত্রদের পাসের হার ৮২.০১ শতাংশ। অন্যদিকে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫২ হাজার ১১০ জন ছাত্র এবং ৫৩ হাজার ৪৮৪ জন ছাত্রী। এবার ছাত্রদের চেয়ে ১ হাজার ৩৭৪ বেশি ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। শীর্ষস্থানেই রাজশাহী ও ঢাকা বোর্ড : এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় টানা সপ্তমবারের মতো পাসের হারে এগিয়ে আছে রাজশাহী বোর্ডের শিক্ষার্থীরা। আর ২০০১ সালে মাধ্যমিকে গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর থেকেই ঢাকা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক দিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এবার রাজশাহী বোর্ডে সবচেয়ে বেশি ৯১.৬৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। পাসের হার সবচেয়ে কম সিলেট বোর্ডে, ৭০.৮৩ শতাংশ। রাজশাহী বোর্ডে ২০১৮ সালে ৮৬.০৭ শতাংশ, ২০১৭ সালে ৯০.৭০, ২০১৬ সালে ৯৫, ২০১৫ সালে ৯৪.৯৭, ২০১৪ সালে ৯৪.৩৪ এবং ২০১৩ সালে ৯৪.০৩ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করে; যা পাসের হারের দিক থেকে ছিল ওইসব বছরের শীর্ষ অবস্থান। এবারও ঢাকা বোর্ড থেকে সবচেয়ে বেশি- ২৯ হাজার ৬৮৭ পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। মাধ্যমিকে গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পর থেকে প্রতিবছরই পূর্ণ জিপিএ পাওয়া পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় এগিয়ে থেকেছে ঢাকা বোর্ড। রাজশাহী বোর্ডে এবার পাসের হার ৯১.৬৪ শতাংশ এবং জিপিএ ২২৭৯৫; যশোরে ৯০.৮৮ শতাংশ এবং জিপিএ ৯৯৪৮; কুমিল্লায় ৮৭.১৬ শতাংশ এবং জিপিএ ৮৭৬৪; দিনাজপুরে ৮৪.১০ শতাংশ এবং জিপিএ ৯০২৩; ঢাকায় ৭৯.৬২ শতাংশ এবং জিপিএ ২৯৬৮৭; চট্টগ্রামে ৭৮.১১ শতাংশ এবং জিপিএ ৭৩৯৩; বরিশালে ৭৭.৪১ শতাংশ এবং জিপিএ ৪১৮৯ এবং সিলেট ৭০.৮৩ শতাংশ এবং জিপিএ ২৭৫৭। মাদ্রাসা বোর্ড : এ বোর্ড থেকে ৩ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়। পাস করেছে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৭১০ জন। পাসের হার ৮৩.০৩ শতাংশ। গত বছর ছিল ৭০.৮৯ শতাংশ। এবার বেড়েছে ১২.১৪ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে এবার ৬ হাজার ২৮৭ জন। গত বছর ছিল ৩ হাজার ৩৭১ জন। কারিগরি বোর্ড : এ বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছে ১ লাখ ২৬ হাজার ৩৮৩ পরীক্ষার্থী। পাস করেছে ৯১ হাজার ২৯৮ জন। পাসের হার ৭২.২৪ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৭৫১ পরীক্ষার্থী। গত বছর ছিল ৪ হাজার ৪১৩ জন। বিদেশ কেন্দ্র : বিভিন্ন দেশে ৮ কেন্দ্রে এবার ৪২৩ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ৩৮৯ জন। পাসের হার ৯১.৯৬ শতাংশ। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৬ জন। মাইলস্টোনের অব্যাহত সাফল্য এবারের এসএসসি পরীক্ষাতেও সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে রাজধানীর উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ বছর বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে ১৩৪১ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ১৩২৭ জন। পাসের হার ৯৮.৯৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩০১ জন। পাস ও জিপিএ কমেছে ভিকারুননিসায় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে গত বছরের তুলনায় এবার পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুটোই কমেছে। এবার পরীক্ষা দিয়েছিল ১ হাজার ৮২৬ পরীক্ষার্থী। পাস করেছে ১ হাজার ৮২৩ জন। ফেল করেছে তিনজন। শতকরা ৯৯ দশমিক ৮৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। পাস করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ৪৮২ জন। জিপিএ-৫ পাওয়ার হার ৮১ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত বছর ১ হাজার ৬১২ জন শিক্ষার্থী পাস করেছিল। পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৮৮ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১ হাজার ৪৪১ জন। শতভাগ পাস নেই রেসিডেনসিয়ালে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ গতবারের মতো এবারও শতভাগ পাসের রেকর্ড গড়তে পারেনি। এবার ৫০৭ জন ছাত্র এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার শতকরা ৯৯ দশমিক ৪১ ভাগ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৫৮ জন; গত বছর পেয়েছিল ৩৭৬ জন। গত বছর এ প্রতিষ্ঠানের পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৬০ ভাগ। শতভাগ পাস নেই মতিঝিল আইডিয়ালে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার ৯৯.৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ হাজার ২৪৮ জন। পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ৯০৫ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ১ হাজার ৮৯৪ জন। ফল পুনর্নিরীক্ষা : টেলিটক থেকে আগামী ৭ থেকে ১৩ মে পর্যন্ত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করা যাবে। এ জন্য আবেদন করতে জঝঈ লিখে স্পেস দিয়ে বোর্ডের নামের প্রথম তিন অক্ষর লিখে স্পেস দিয়ে রোল নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে বিষয় কোড লিখে ১৬২২২ নম্বরে পাঠাতে হবে। ফিরতি এসএমএসে ফি বাবদ কত টাকা কেটে নেওয়া হবে তা জানিয়ে একটি পিন নম্বর দেওয়া হবে। আবেদনে সম্মত থাকলে জঝঈ লিখে স্পেস দিয়ে ণউঝ লিখে স্পেস দিয়ে পিন নম্বর লিখে স্পেস দিয়ে যোগাযোগের জন্য একটি মোবাইল নম্বর লিখে ১৬২২২ নম্বরে এসএমএস পাঠাতে হবে। প্রতিটি বিষয় ও প্রতি পত্রের জন্য ১২৫ টাকা হারে চার্জ কাটা হবে। যেসব বিষয়ের দুটি পত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র) রয়েছে, যে সব বিষয়ের ফল পুনর্নিরীক্ষার আবেদন করলে দুটি পত্রের জন্য মোট ২৫০ টাকা ফি কাটা হবে। একই

এসএমএসে একাধিক বিষয়ের আবেদন করা যাবে, এ ক্ষেত্রে বিষয় কোড পর্যায়ক্রমে কমা (,) দিয়ে লিখতে হবে। কলেজ ভর্তি ও ক্লাস : সব সরকারি-বেসরকারি কলেজে ১২ মে থেকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। আর ক্লাস শুরু হবে ১ জুলাই থেকে। বিগত কয়েক বছরের মতো এবারও মাধ্যমিকের ফলের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তি নেওয়া হবে। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে হবে। অনলাইনের (ি.ীরপষধংংধফসরংংরড়হ.মড়া.নফ) পাশাপাশি টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএস করে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন করা যাবে। আগামী ১২ থেকে ২৩ মে পর্যন্ত অনলাইন ও টেলিটক মোবাইল থেকে এসএমএস করে আবেদন করা যাবে। যারা ফল পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করবে, তাদেরও এ সময়ের মধ্যে আবেদন করতে হবে। ২৪ থেকে ২৬ মের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবেদন যাচাই-বাছাই ও আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে। পুনর্নিরীক্ষণে যাদের ফল পরিবর্তন হবে, তারা ৩ থেকে ৪ জুন পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ পাবে। ১০ জুন প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ফল প্রকাশ করা হবে। প্রথম তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের ১১ থেকে ১৮ জুন সিলেকশন নিশ্চিত (যে কলেজের তালিকায় নাম আসবে ওই কলেজেই যে শিক্ষার্থী ভর্তি হবেন, তা এসএমএসে নিশ্চিত করা) করতে হবে। নিশ্চিত না করলে আবেদন বাতিল হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯ থেকে ২০ জুন এবং তৃতীয় পর্যায় গ্রহণ করা হবে ২৪ জুন। দ্বিতীয় পর্যায়ের ফল ২১ জুন এবং তৃতীয় পর্যায়ের ফল প্রকাশ করা হবে ২৫ জুন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা ২২ ও ২৩ জুন সিলেকশন নিশ্চিত এবং তৃতীয় পর্যায়ে তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের ২৬ জুন সিলেকশন নিশ্চিত করবেন। নিশ্চিত না করলে আবেদন বাতিল হয়ে যাবে। আগামী ২৭ থেকে ৩০ জুন শিক্ষার্থীদের ভর্তি শেষ করা হবে। অনলাইনে ১৫০ টাকা ফি জমা দিয়ে সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে পছন্দক্রমের ভিত্তিতে আবেদন করা যাবে। প্রতি কলেজের জন্য ১২০ টাকা ফি দিয়ে সর্বোচ্চ ১০টি কলেজে অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করা যাবে